বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
ডিসেম্বর ২০১৮

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করে এবং সরকারি কার্যক্রমের গতিশীলতা, সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা প্রতিফলিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেমন মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন/পুনঃবণ্টন, মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যাবলি এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে সুশাসনের কৌশল প্রণয়ন এবং জনপ্রশাসনের সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া, মাঠপ্রশাসন তথা বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত।

৩। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও আয়োজনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এসব বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্ষেপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪। বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি**		৬
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন**		৮
	সমন্বয় অনুবিভাগ		৮
	৪.১	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	৮
	৪.২	নিকার অধিশাখা	৯
	৪.৩	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা	১০
	৪.৪	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	১১
	সংস্কার অনুবিভাগ		১২
	৪.৫	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা	১২
	৪.৬	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা	১৩
	৪.৭	প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা	১৪
	৪.৮	প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা	১৬
	৪.৯	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	১৭
	৪.১০	ই-গভর্নেন্স অধিশাখা	১৯
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		২২
	৪.১১	বিধি ও সেবা অধিশাখা	২২
	৪.১২	প্রশাসন অধিশাখা	২৪
	৪.১৩	তোশাখানা ইউনিট	২৭
	৪.১৪	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	২৯
	৪.১৫	আইন অধিশাখা	৩১
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		৩২
	৪.১৬	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৩২
	৪.১৭	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৩৪

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ		৩৫
	৪.১৮	জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা	৩৫
	৪.১৯	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	৩৮
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		৪০
	৪.২০	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	৪০
৫.০	**২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		৪০
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৪০
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৪১
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	৪১
	৫.২.১	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	৪১
	৫.২.২	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪১
	৫.২.৩	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪২
	৫.২.৪	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪২
	৫.২.৫	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন অর্থবছরের বৈঠক	৪৩
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম	৪৩
৬.০	**২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		৫০
	৬.১	আইন	৫০
	৬.২	বিধি	৫০
৭.০	**২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		৫১
	৭.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	৫১
	৭.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি	৭৩
	পরিশিষ্ট-০১: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		৭৫
	পরিশিষ্ট-০২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)		৮২
	পরিশিষ্ট-০৩: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য		৮৩

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠপর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর-বণ্টন ও পুনর্বণ্টন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সহায়তা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া, জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন; প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি-এর (নিকার) সভা অনুষ্ঠান এবং এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা, পৌরসভা ইত্যাদির সীমানা পূনর্নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/থানা/ পৌরসভা গঠন/স্থাপন; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্র ও মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন; Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়ন, এবং rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা-কমিটি, সচিব-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি, বিশেষ করে সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং ৬টি অনুবিভাগের অধীনে ২০টি অধিশাখা এবং নতুনভাবে সৃজিত তোশাখানা ইউনিট-এর আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ৫১টি শাখা এবং একটি সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫১টি শাখার মধ্য থেকে ২৭টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠক, (৪) রেকর্ড, (৫) রিপোর্ট, (৬) সংস্থাপন, (৭) সাধারণ সেবা, (৮) সাধারণ, (৯) বিধি, (১০) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (১১) মন্ত্রিসেবা, (১২) পরিকল্পনা ও বাজেট, (১৩) আইন-১, (১৪) মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন, (১৫) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, (১৬) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১৭) মাঠপ্রশাসন সংযোগ, (১৮) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি, (১৯) ক্রয় ও অর্থনৈতিক, (২০) কমিটি বিষয়ক, (২১) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১, (২২) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২, (২৩) সামাজিক নিরাপত্তা, (২৪) উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন, (২৫) শুদ্ধাচার, (২৬) সুশাসন, (২৭) ই-গভর্নেন্স-১। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ৩৬২টি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। ছয়জন অতিরিক্ত সচিব ছয়টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া এক জন অতিরিক্ত সচিব এবং দশজন যুগ্মসচিব এগারটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিম্নরূপ:

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
সমন্বয় (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়	১. প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১
		২. প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২
	নিকার	৩. নিকার-১
		৪. নিকার-২
	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা	৫. সিভিল রেজিস্ট্রেশন
		৬. সামাজিক নিরাপত্তা
	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	৭. উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন
		৮. উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন
সংস্কার (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন	৯. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়)
		১০. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন)
	কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবক্ষণ	১১. কর্মসম্পদান ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১)
		১২. কর্মসম্পদান ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২)
	প্রশাসনিক সংস্কার	১৩. শুদ্ধাচার
		১৪. তথ্য অধিকার
	প্রকল্প ও গবেষণা	১৫. প্রকল্প
		১৬. গবেষণা
	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	১৭. সুশাসন
		১৮. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
	ই-গভর্নেন্স	১৯. ই-গভর্নেন্স-১
		২০. ই-গভর্নেন্স-২
		২১. আইসিটি সেল

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
প্রশাসন ও বিধি	বিধি ও সেবা	২২. বিধি
		২৩. সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার
		২৪. মন্ত্রিসেবা
	প্রশাসন	২৫. সংস্থাপন
		২৬. সাধারণ সেবা
		২৭. সাধারণ
		২৮. কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ
		২৯. প্রশাসন ও শৃংখলা
	তোশাখানা ইউনিট	৩০. প্রশাসন শাখা
	পরিকল্পনা ও বাজেট	৩১. পরিকল্পনা ও বাজেট
		৩২. হিসাব
	আইন	৩৩. আইন-১
		৩৪. আইন-২
মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	মন্ত্রিসভা	৩৫. মন্ত্রিসভা-বৈঠক
		৩৬. মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
		৩৭. মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়
	রিপোর্ট ও রেকর্ড	৩৮. রিপোর্ট
		৩৯. রেকর্ড
জেলা ও মাঠ প্রশাসন	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	৪০. মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন
		৪১. মাঠ প্রশাসন সমন্বয়
		৪২. মাঠ প্রশাসন শৃংখলা
		৪৩. মাঠ প্রশাসন সংযোগ
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি	৪৪. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি
		৪৫. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ
	মাঠ প্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৪৬. উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		৪৭. ভূমি রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		৪৮. আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		৪৯. বিভাগীয় প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
		৫০. জেলা প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
কমিটি ও অর্থনৈতিক	কমিটি ও অর্থনৈতিক	৫১. কমিটি বিষয়ক
		৫২. ক্রয় ও অর্থনৈতিক

২.৪ ২০টি অধিশাখার মধ্যে অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবগণের দায়িত্বাধীন ১১টি অধিশাখা ব্যতীত অবশিষ্ট ৯টি অধিশাখা এবং সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত ২৭টি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ই-গভর্নেন্স অধিশাখার আওতায় আইসিটি সেলে সিস্টেম এনালিস্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রামার নিয়োজিত আছেন। প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখার আওতায় প্রকল্প শাখায় একজন সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন। মাঠপ্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখার কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তোশাখানা ইউনিটটি নতুনভাবে সৃজিত হয়েছে। এ ইউনিটের জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৫ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সাতটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২-এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পাঁচটি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। এগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অর্থবরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন-অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩-এ দেখানো হল।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন।

৮। তোশাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান।

১৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়ন।

২৪। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২৫। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২', বাস্তবায়ন।

২৬। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন।

২৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন।

২৮। আন্তঃমন্ত্রণালয় বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন

সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

১। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা

১.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সংশ্লিষ্ট কাজ;

১.২ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের জনবল হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

১.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

১.৪ চাকরি ও নিয়োগবিধি এবং জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন;

১.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

১.৬ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা

২.১ সচিব-সভা সংশ্লিষ্ট কাজ;

২.২ সচিব-সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

২.৩ সচিব-সভা কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

২.৫ স্বাধীনতা পদক সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই;

২.৬ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত কাজ;

২.৭ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের যাবতীয় সমন্বয় কার্যক্রম সম্পাদন করা;

২.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

২.৯ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

নিকার অধিশাখা

৩। নিকার শাখা-১ শাখা

৩.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.২ নিকার-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩.৩ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩.৪ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

৩.৫ জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

৩.৬ জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এনএমসি) সভা সংক্রান্ত কাজ;

৩.৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪। নিকার শাখা-২ শাখা

৪.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৪.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা;

৪.৩ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৪.৪ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বিষয়াদি সম্পাদন করা;

৪.৫ সমন্বয় অনুবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদনের সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ; এবং

৪.৬ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

৫। সিভিল রেজিস্ট্রেশন শাখা

৫.১ 'সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৫.২ সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৫.৩ সিআরভিএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় করা;

৫.৪ 'সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৫.৫ সিআরভিএস সচিবালয়ের যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম সম্পাদন করা;

৫.৬ 'Asia-Pacific Regional Steering Committee on CRVS'-এর বাংলাদেশের Focal Point হিসাবে সিআরভিএস সচিবালয়ের সাচিবিক কার্যক্রম সম্পাদন করা;

৫.৭ সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

৫.৮ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৬। সামাজিক নিরাপত্তা শাখা

৬.১ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৬.২ 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৬.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৬.৪ 'National Social Security Strategy (NSSS)' বাস্তবায়ন করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৬.৫ এনএসএসএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন করা;

৬.৬ এ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

৬.৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

৭। উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন শাখা

৭.১ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অভিলক্ষ এবং টার্গেটের ক্ষেত্রে লিড বিভাগ হিসাবে সমন্বয় কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৭.২ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা;

৭.৩ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৭.৪ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা;

৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

৭.৬ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৮। উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন শাখা

৮.১ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' -এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৮.২ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৮.৩ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৮.৪ ইস্তাম্বুল কর্ম পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা;

৮.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৮.৬ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

৮.৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

সংস্কার অনুবিভাগ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা

৯। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা

৯.১ সরকারি দপ্তরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, নির্দেশিকা ও কাঠামো প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ;

৯.২ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৯.৩ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পর্যালোচনা ও সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এর সংযোগ সাধন;

৯.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয় (মোট ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৯.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য শাখাসমূহের কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন;

৯.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন;

৯.৭ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; এবং

৯.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১০। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) শাখা

১০.১ অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয় (মোট ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১০.২ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা পর্যালোচনা ও সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এর সংযোগ সাধন;

১০.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের (৫১টি) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১০.৪ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের (৫১টি) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;

১০.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

১০.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

১১। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১) শাখা

১১.১ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১১.২ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মোট ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১১.৩ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা পর্যালোচনা ও সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এর সংযোগ সাধন;

১১.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ; এবং

১১.৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১২। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২) শাখা

১২.১ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (মোট ২০টি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১২.২ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পর্যালোচনা ও সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এর সংযোগ সাধন;

১২.৩ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন;

১২.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

১২.৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা

১৩। শুদ্ধাচার শাখা

১৩.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন (অনুবিভাগের প্রমাপ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন) সংক্রান্ত কাজ;

১৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান;

১৩.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অ্যাকশন প্ল্যান/রোডম্যাপ প্রণয়ন ও উপস্থাপন সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ, পরিষদের নির্বাহী কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

১৩.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চা (best practices) সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৯ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৩.১০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন:

১৩.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

১৩.১২ সংস্কার অনুবিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

১৩.১৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৪। তথ্য অধিকার শাখা

১৪.১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ;

১৪.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

১৪.৩ তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

১৪.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও এর পরিবীক্ষণ;

১৪.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ৬৪টি জেলায় গঠিত জেলা উপদেষ্টা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;

১৪.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমন্বয়;

১৪.৭ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন;

১৪.৮ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন; সভা আহ্বান, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৪.৯ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কাজ;

১৪.১০ প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদান;

১৪.১১ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন/অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

১৪.১২ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভা আয়োজন সংক্রান্ত কাজে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১৪.১৩ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

১৪.১৪ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত আঞ্চলিক প্রস্তাব সমন্বয়, উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন; এবং

১৪.১৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা

১৫। প্রকল্প শাখা

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির TPP/DPP প্রণয়ন ও সংশোধন;

১৫.২ প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণ;

১৫.৩ প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে বিভিন্ন সভা সম্পর্কিত বিষয়াদি;

১৫.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ ও ছাড়করণ;

১৫.৫ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের সংস্থান ও বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, আইএমইডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.৬ উন্নয়ন সহযোগীর জন্য (সংশ্লিষ্ট/প্রযোজ্য প্রকল্পের) বিভিন্ন দেশে/সংস্থার ব্রিফ/টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষা;

১৫.৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, ইআরডিসহ অন্যান্য সংস্থা বরাবরে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি প্রেরণ;

১৫.৮ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চুক্তি/এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কনসোর্টিয়াম সম্পর্কিত কাজ; এবং

১৫.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৬। গবেষণা শাখা

১৬.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সার্বিক সমন্বয়সাধন এবং গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ করা;

১৬.২ এনইসি ও একনেক সভায় উপস্থাপিত প্রকল্প/কর্মসূচির সার-সংক্ষেপের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/মন্তব্য প্রেরণ;

১৬.৩ Fast Track Project Monitoring Committee-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৬.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সুশাসন উন্নয়নের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

১৬.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত সুশাসন বিষয়ক উত্তম চর্চার তথ্য সংগ্রহ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৬.৬ সুশাসন বিষয়ক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন/সমীক্ষা প্রতিবেদন সংগ্রহ/সংরক্ষণ করা;

১৬.৭ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৬.৮ নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ধারণাপত্র প্রস্তুত করা;

১৬.৯ বহির্বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রকল্প গ্রহণের তুলনামুলক চিত্র প্রতিবেদন তৈরি;

১৬.১০ তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করা; এবং

১৬.১১ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

১৭। সুশাসন শাখা

১৭.১ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

১৭.২ সরকারি দপ্তরে সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ- চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়;

১৭.৩ সরকারি দপ্তরে সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি পাইলটিং ও বাস্তবায়ন;

১৭.৪ সরকারি দপ্তরে সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ;

১৭.৫ জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

১৭.৬ সুশাসন সংক্রান্ত লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (LCG)-এর কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

১৭.৭ মাঠ পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সুশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সমন্বয়;

১৭.৮ মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম সমন্বয়ের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস-টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত MoU সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন;

১৭.৯ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

১৭.১০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৮। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা

১৮.১ বিভিন্ন স্তরের সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

১৮.২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ;

১৮.৩ অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

১৮.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক অভিযোগের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জনসেবার মান বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৮.৫ সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

১৮.৬ পত্রিকায় প্রকাশিত কোন সংবাদ, প্রতিবেদন বা চিঠিপত্রে সরকারি অভিযোগের উল্লেখ থাকলে সেগুলি পরীক্ষান্তে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;

১৮.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে যে সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে সে বিষয়ের কার্যক্রম গ্রহণ;

১৮.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮.৯ স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠানে সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন;

১৮.১০ GRS সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ; এবং

১৮.১১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

ই-গভর্নেন্স অধিশাখা

১৯। ই-গভর্নেন্স-১ শাখা

১৯.১ ই-গভর্নেন্স এবং ই-সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত এতৎসংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের সমন্বয়;

১৯.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ, সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

১৯.৩ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

১৯.৪ দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি সমন্বিত ও সার্বিক কৌশল প্রণয়ন;

১৯.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

১৯.৬ ই-সেবা সংক্রান্ত সকল আইন, নীতি, গাইডলাইনস (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-কোর্ট ইত্যাদি) ও আদর্শমান (স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়নে সমন্বয় সাধন;

১৯.৭ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয় সাধন;

১৯.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবনবিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কাজ;

১৯.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ইউনিকোডের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

১৯.১০ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ; এবং

১৯.১১ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২০। ই-গভর্নেন্স-২ শাখা

২০.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

২০.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

২০.৩ ই-গভর্নেন্স-সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইনোভেশন টিম-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;

২০.৫ ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন;

২০.৬ সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ সংক্রান্ত কাজ সমন্বয়;

২০.৭ Open Government Data সম্পর্কিত কাজ;

২০.৮ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয়সাধন;

২০.৯ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সেন্টারসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

২০.১০ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;

২০.১১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ-সংক্রান্ত কাজ;

২০.১২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

২০.১৩ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় প্রস্তুতকৃত সকল সরকারি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

২০.১৪ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ; এবং

২০.১৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২১। আইসিটি সেল

২১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কারিগরি কাজ তথা হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং এতৎসংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-সংশ্লিষ্ট কারিগরি কাজ সম্পাদন;

২১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, সফ্টওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন;

২১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি ই-মেইল একাউন্ট সংক্রান্ত কাজ;

২১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ডাক, ডিজিটাল সিগনেচার, ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড কিপিং প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমন্বয়সাধন;

২১.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ও নিয়মিত ডাটা বেকআপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২১.৭ Information Exchange Management System (IEMS) সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এফসিআর) প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা প্রদান এবং সফ্টওয়্যার-ব্যবস্থাপনা তদারকি;

২১.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, ডিজিটাল সেন্টার এবং আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলি;

২১.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN), ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং আইপি ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা তদারকি;

২১.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত কম্পিউটার সার্ভার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যার, প্রোজেক্টর, রাউটার, সুইচ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, আইপি ফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টক রেজিস্টার ও হিস্ট্রি বুক সংরক্ষণ;

২১.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ব্যবহার অনুপযোগী সকল আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কাজ;

২১.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২১.১৩ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২১.১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

২১.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যারের কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ট্রাবলস্যুটিং নিশ্চিতকরণ; এবং

২১.১৬ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

বিধি ও সেবা অধিশাখা

২২। বিধি শাখা

২২.১ নিম্নোল্লিখিত আইন/বিধি/নির্দেশাবলি প্রণয়ন, সংশোধন, ব্যাখ্যা প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

1. Acts:
   (i) The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;
   (ii) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act 1975;
   (iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy Minister (Remuneration and Privileges) Act, 1973;
   (iv) রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬;
   (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order 1972 (P.O. No. 130 of 1972).
2. Rules:
   (i) People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972;
   (ii) The National Anthem Rules, 1978;
   (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;
   (iv) Rules of Business, 1996.
3. Instructions:
   (i) Instructions regarding Personal Standard of the President;
   (ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime Minister;

(iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers;

(iv) Official Dress Code/National Dress.

4. Warrant of Precedence, 1986; এবং

২২.২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৩। সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা

২৩.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ ও কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

২৩.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ, শপথ, দপ্তর বণ্টন/পুনর্বণ্টন, প্ররক্ষা, যানবাহন ও বাসস্থান এবং নিয়োগ-অবসান সংক্রান্ত কাজ;

২৩.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান;

২৩.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিগণের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও রাষ্ট্রাচার পালন;

২৩.৫ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ;

২৩.৬ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

২৩.৭ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ ও অপসারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে সহায়তা প্রদান;

২৩.৮ মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন/ধন্যবাদ ও শোকপ্রস্তাবসমূহের প্রজ্ঞাপন জারি;

২৩.৯ সভা/বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভা-কক্ষ বরাদ্দ; এবং

২৩.১০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৪। মন্ত্রিসেবা শাখা

২৪.১ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বেতন, বাড়িভাড়া ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ও নির্বাচনী এলাকার অফিস পরিচালনা ভাতা, ভ্রমণব্যয়, চিকিৎসাব্যয়, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরী-কক্ষ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি ইত্যাদি খাতের জন্য বাজেট প্রণয়ন;

২৪.২ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভাজন ও চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান;

২৪.৩ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের চিকিৎসা-বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মঞ্জুরি প্রদান;

২৪.৪ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কাজ;

২৪.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠক, প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) ও অন্যান্য মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নির্বাহ;

২৪.৬ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের সরকারি বাসস্থানে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, বেসরকারি বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও বেসরকারি বাসস্থানে অস্থায়ী প্রহরী-কক্ষ নির্মাণের বাজেট-বরাদ্দ প্রদান;

২৪.৭ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংকলন;

২৪.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রিগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদির বাজেট প্রস্তুতকরণ;

২৪.৯ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ;

২৪.১০ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী অর্থবছর শেষে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়িত ও অব্যয়িত হিসাবের প্রতিবেদন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা; এবং

২৪.১১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসন অধিশাখা

২৫। সংস্থাপন শাখা

২৫.১ টিওএন্ডই, কর্মবণ্টন, নতুন পদ সৃজন ও নবনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ;

২৫.২ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ;

২৫.৩ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, ছুটি রেজিস্টার, প্রতিস্বাক্ষরকৃত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

২৫.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দক্ষতাসীমা অতিক্রমের অনুমতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, অগ্রিম বর্ধিত বেতন, সম্মানীভাতা, দায়িত্বভাতা, বিশেষ ভাতা ও অবসরভাতা প্রদান;

২৫.৫ চিকিৎসা-সুবিধা ব্যতিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কল্যাণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়;

২৫.৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরি;

২৫.৭ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পাসপোর্ট ও বিদেশভ্রমণ সংক্রান্ত কাজ;

২৫.৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে বিশেষ/অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত কাজ;

২৫.৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা প্রেরণ;

২৫.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

২৫.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের যোগদানপত্র ও সচিবালয়-প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কাজ;

২৫.১২ এ বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের যোগদান ও অব্যাহতি সংক্রান্ত কাজ;

২৫.১৩ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি কর্মসূচি;

২৫.১৪ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চাকরি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ; এবং

২৫.১৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৬। সাধারণ সেবা শাখা

২৬.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ও এ-সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ;

২৬.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আসবাবপত্র, ফিক্সচার, ফিটিংস ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও নিবন্ধন;

২৬.৩ লিভারিজ প্রদান;

২৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ (সার্বক্ষণিক, সরকারি ও ব্যক্তিগত);

২৬.৫ মন্ত্রিসভা-কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ, তৈজসপত্র সরবরাহ;

২৬.৬ গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটের ব্যবস্থাপনা;

২৬.৭ সেমিনার, সম্মেলন ও উৎসব আয়োজনের আপ্যায়ন সংক্রান্ত কাজ;

২৬.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর দপ্তরের ব্যবস্থাকরণ ও লজিস্টিক সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়;

২৬.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেলিফোন, সেলফোন, ইন্টারকম, কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স এবং কর্মকর্তাগণের আবাসিক টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও বিল পরিশোধ;

২৬.১০ প্রটোকল সংক্রান্ত কাজ;

২৬.১১ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা;

২৬.১২ বই, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ;

২৬.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সমন্বয়;

২৬.১৪ মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ; এবং

২৬.১৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৭। সাধারণ শাখা

২৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা সংক্রান্ত কাজ;

২৭.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের আবেদন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ;

২৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সংকলন প্রকাশনা;

২৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান;

২৭.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/কর্মশালা/সেমিনার এবং গঠিত/ প্রস্তাবিত টাস্কফোর্স, কমিটি বা বোর্ডসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন;

২৭.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন;

২৭.৭ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন;

২৭.৮ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এতদ্‌বিষয়ক দায়িত্ব পালন;

২৭.৯ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত কাজ;

২৭.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য দর্শনার্থী পাশবই সরবরাহ;

২৭.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত কাজ; এবং

২৭.১২ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৮। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা

২৮.১ বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্রাদি কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে হস্তান্তর;

২৮.২ মন্ত্রী/সচিব বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের দপ্তরে প্রেরণ;

২৮.৩ অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

২৮.৪ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৯। প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা

২৯.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাজ;

২৯.২ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য স্বর্ণপদক ও রেপ্লিকা প্রস্তুত এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

২৯.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ;

২৯.৪ জরুরি প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;

২৯.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বাসা বরাদ্দ;

২৯.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ;

২৯.৭ বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

২৯.৮ বাংলাদেশস্থ বিদেশি দূতাবাস/হাইকমিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

২৯.৯ আন্তর্জাতিক পুরস্কার সংক্রান্ত কাজ;

২৯.১০ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

২৯.১১ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের ত্রৈমাসিক সমন্বয়সভা; এবং

২৯.১২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

তোশাখানা ইউনিট

৩০। প্রশাসন শাখা

৩০.১ প্রশাসনিক বিষয়ে তোশাখানা যাদুঘর সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

৩০.২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বাজেট প্রণয়ন;

৩০.৩ আইন ও বিধি অনুযায়ী তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের কার্যাদি সম্পাদন;

৩০.৪ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ প্রদান;

৩০.৫ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

৩০.৬ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ছুটি প্রদান সংক্রান্ত;

৩০.৭ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা;

৩০.৮ রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করতে যেখানে প্রযোজ্য এবং তার চার্জ অনুযায়ী সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা;

৩০.৯ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সমস্ত পরিবহন, সঞ্চয় অধিগ্রহণ, ক্রয় এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন;

৩০.১০ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের গার্ডেন, টেলিফোন, অগ্নি সুরক্ষা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও চুরির প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩০.১১ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ এবং এর সকল স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালককে এই সকল বিষয়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপ যথাসময়ে অবগত করা;

৩০.১২ তোশাখানা ইউনিটের প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত ওয়েবসাইটের ডাটা ব্যাক-আপ নিশ্চিতকরণ;

৩০.১৩ তোশাখানা ইউনিটের ডিজিটাল পে-রোল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও উন্নয়ন কাজ;

৩০.১৪ তোশাখানা ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত সফ্টওয়্যারের সোর্স কোডসহ ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ;

৩০.১৫ তোশাখানা ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিভিডি/হার্ডড্রাইভ/পেনড্রাইভ প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বনের বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সচেতন করা।

৩০.১৬ সংরক্ষণের ল্যাবরেটরির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা;

৩০.১৭ ল্যাবরেটরি মধ্যে উপকরণ তালিকা তৈরিকরণ;

৩০.১৮ ল্যাবরেটরিতে বস্তুর যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত গ্যালারি পরিদর্শন;

৩০.১৯ অনুমোদন অনুযায়ী কোন বস্তুর জন্য আলোকচিত্রযুক্ত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;

৩০.২০ ল্যাবরেটরির বস্তুগুলির অর্থনৈতিক ও সময়মত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

৩০.২১ অন্বেষণ, জরিপ এবং যাদুঘর বস্তু সংগ্রহে সহযোগিতাকরণ;

৩০.২২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বস্তু অর্জনের জন্য রক্ষকদের নিয়মিত প্রস্তাবনা;

৩০.২৩ নিজ নিজ ক্ষেত্রের বস্তুর মূল্যায়ন এবং তাদের লেবেলগুলি প্রস্তুতকরণ;

৩০.২৪ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি প্রতিপালন।

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

৩১। পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা

৩১.১ বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩১.২ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩১.৩ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

৩১.৪ রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত;

৩১.৫ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৩১.৬ রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

৩১.৭ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৩১.৮ রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড় এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৩১.৯ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং এ বিভাগের সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির আর্থিক ও অ-আর্থিক বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৩১.১০ প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৩১.১১ বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩১.১২ পুনঃউপযোজন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩১.১৩ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩১.১৪ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;

৩১.১৫ বিভাগীয় হিসাবের (departmental accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গতিসাধন;

৩১.১৬ বার্ষিক উপযোজন হিসাব নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন;

৩১.১৭ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

৩১.১৮ নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা-আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৩১.১৯ বাজেট-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

৩১.২০ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩১.২১ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং এর ব্যবস্থাপনা;

৩১.২২ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন; এবং

৩১.২৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩২। হিসাব শাখা

৩২.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, যাবতীয় ভাতা ও বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

৩২.২ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

৩২.৩ যাবতীয় বিলের টাকা উত্তোলন, বিতরণ এবং এ-সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

৩২.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক ব্যয়ের হিসাব-বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন (reconciliation);

৩২.৫ ক্যাশবই লিখন এবং ক্যাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৩২.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপালনসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন;

৩২.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেট পরীক্ষণ;

৩২.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

৩২.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ;

৩২.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

৩২.১১ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বেতন নির্ধারণ (fixation);

৩২.১২ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে খরচের হিসাব বাজেট বইতে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ;

৩২.১৩ অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশন-বিষয়ক কাজে সহায়তা প্রদান;

৩২.১৪ বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষণ (বিবিধ পার্টি পেমেন্ট রেজিস্টার, যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধ রেজিস্টার); এবং

৩২.১৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

আইন অধিশাখা

৩৩। আইন-১ শাখা

৩৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৩৩.২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরি এবং সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৩৩.৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩৪। আইন-২ শাখা

৩৪.১ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন/বিধি/নীতির ওপর মতামত প্রদান;

৩৪.২ কাউন্সিল অফিসারের কাজ; এবং

৩৪.৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিসভা অধিশাখা

৩৫। মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

৩৫.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত সঠিকতা নিশ্চিতকরণ;

৩৫.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি এবং সারসংক্ষেপসহ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন;

৩৫.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সংক্ষিপ্ত 'রেকর্ড অব ডিসকাশনস' এবং 'রেকর্ড অব ডিসিশন' লিপিবদ্ধকরণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ;

৩৫.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রেরণ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৩৫.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবগণের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ;

৩৫.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ;

৩৫.৭ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল-ত্রুটির বিষয়ে কোন মন্ত্রী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তৎপরিপ্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাগজপত্রসহ কার্যবিবরণী সংশোধন এবং সংশোধিত কার্যবিবরণী জারিকরণ;

৩৫.৮ মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরিত কাগজপত্রের একটি তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের দায়িত্ব অবসানকালে তা ফেরৎ গ্রহণ;

৩৫.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণ;

৩৫.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ যথা- বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য রেকর্ড শাখায় প্রেরণ;

৩৫.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণান্তে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ প্রদান;

৩৫.১২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা জারিকরণ;

৩৫.১৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট কাজ ও নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৩৫.১৪ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

৩৬। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

৩৬.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ডায়েরিভুক্ত করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথি সৃজন;

৩৬.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক ও বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

৩৬.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে তাগিদ/ পরামর্শ প্রদান;

৩৬.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে কি না, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিতকরণ;

৩৬.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

৩৬.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখাকে সহায়তা প্রদান;

৩৬.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণ; এবং

৩৬.৮ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

৩৭। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা

৩৭.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন ও তাতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩৭.২ মন্ত্রিসভা অনুবিভাগ/অধিশাখার আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

৩৭.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নে 'মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা'-কে সহায়তা প্রদান;

৩৭.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুতকরণ;

৩৭.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়ন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ;

৩৭.৬ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের কর্মমূল্যায়ন ও অফিস-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন;

৩৭.৭ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের প্রতি মাসে সম্পাদিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩৭.৮ প্রতি অর্থবছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিকল্পনা ও বাজেট শাখায় প্রেরণ;

৩৭.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতি অর্থবছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩৭.১০ বছরের শুরুতে জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সকল শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহ করে অনুবিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩৭.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং

৩৭.১২ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

৩৮। রিপোর্ট শাখা

৩৮.১ সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ এবং বিতরণ;

৩৮.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৩৮.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, প্রকাশনা বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশনার সফ্টকপি প্রকাশ;

৩৮.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৩৮.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা, বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ;

৩৮.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজ/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ; এবং

৩৮.৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

৩৯। রেকর্ড শাখা

৩৯.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণীর সূচিপত্র তৈরি করে বই আকারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ;

৩৯.২ সংবাদপত্র/সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সংরক্ষণ, পরীক্ষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

৩৯.৩ সমরপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৩৯.৪ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিকট হস্তান্তর; এবং

৩৯.৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা

৪০। মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন শাখা

৪০.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন;

৪০.২ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪০.৩ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

৪০.৪ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান;

৪০.৫ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী পরীক্ষা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪০.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪০.৭ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন জেলা সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান;

৪০.৮ জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডরস রেজিস্টার সরবরাহ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৪০.৯ নির্বাচন কমিশন এর অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারিকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ;

৪০.১০ জমির হস্তান্তর দলিলের স্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

৪০.১১ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪১। মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা

৪১.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৪১.২ জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৪১.৩ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

৪১.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়;

৪১.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ;

৪১.৬ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন-দি-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা;

৪১.৭ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ডিজিটাল সেন্টার, উন্নয়ন প্রকল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

৪১.৮ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত কাজ;

৪১.৯ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

৪১.১০ সার্কিট হাউজ ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ;

৪১.১১ জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয়মূলক কাজ;

৪১.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংক্রান্ত সভা/কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ; এবং

৪১.১৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪২। মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা

৪২.১ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তিকরণ;

৪২.২ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি প্রদান;

৪২.৩ সচিবালয় ব্যতীত অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪২.৪ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪২.৫ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তার ভূমিব্যবস্থাপনা (উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি) সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৪২.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪৩। মাঠপ্রশাসন সংযোগ শাখা

৪৩.১ বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে Information Exchange Management System (IEMS)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও সারসংক্ষেপ আকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন এবং সারসংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন;

৪৩.২ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-সম্পৃক্ত প্রস্তাব/সুপারিশের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪৩.৩ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত অনুরোধ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ;

৪৩.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

৪৩.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় বিষয়াদি;

৪৩.৬ দেশের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান;

৪৩.৮ জেলা প্রশাসকগণের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.৯ বিভাগীয় কমিশনার; পরিচালক, স্থানীর সরকার; জেলা প্রশাসক; এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ/হালনাগাদকরণ;

৪৩.১০ উত্তরা গণভবন সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.১১ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ;

৪৩.১২ জেলার শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.১৩ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.১৪ জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.১৫ জাতীয় পরিবেশ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.১৬ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি সংক্রান্ত কাজ; এবং

৪৩.১৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

৪৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা

৪৪.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ;

৪৪.২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪৪.৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪৪.৪ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ;

৪৪.৫ দুর্নীতি দমন কমিশনসংশ্লিষ্ট কাজ; এবং

৪৪.৬ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪৫। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা

৪৫.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিবারণমূলক (preventive) বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

৪৫.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদালত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টের কেস রেকর্ড পর্যালোচনা;

৪৫.৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.৪ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৫.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুল্ক আইন ও অন্যান্য মাইনর এ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়;

৪৫.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা;

৪৫.৭ মোবাইল কোর্ট আইনের আওতাধীন আপিল মামলা পর্যালোচনা;

৪৫.৮ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সাংগঠনিক কাজ;

৪৫.৯ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৪৫.১০ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৪৫.১১ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাজ;

৪৫.১২ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির কাজ;

৪৫.১৩ মাঠপর্যায়ে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠপ্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৪৫.১৪ চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৪৫.১৫ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

৪৫.১৬ দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ;

৪৫.১৭ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা ও কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.১৮ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভা সংক্রান্ত;

৪৫.১৯ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের মাসিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনাপূর্বক তাদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান; এবং

৪৫.২০ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

মাঠপ্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা

মাঠপ্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখার কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

৫১। কমিটি বিষয়ক শাখা

৫১.১ কমিটি বিষয়ক কাজ (কমিটি গঠন/সংশোধন ইত্যাদি);

৫১.২ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৫১.৩ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৫১.৪ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয়মূলক কাজ; এবং

৫১.৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪৭। ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

৫২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৫২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

৫২.৩ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৫.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৭-১৮) মোট ৩৩টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মোট ২১৮টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাইকরত সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ১১টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ প্রেরণ করা হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৯৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ২৪০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৫৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থবছর / বিবিষয়সমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৪৬টি	৩৭টি	৩৩	৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩৪৮টি	৩৪৭টি	২৯৫	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৬৭টি (৭৬.৭২%)	২৪৬টি (৭০.৮৯%)	২৪০ (৮১.৩৬%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিকার কমিটির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নিকার-এর ১১৪তম সভায় ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়ন ফরিদপুর সদর উপজেলায় অন্তর্ভুক্তকরণ; ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ; ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় 'হাতিরঝিল' থানা স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭১টি পদ সৃজন; ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানাকে বিভক্ত করে দুলার হাট নামক নতুন থানা স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪৩টি পদ সৃজন; সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন; ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; নাটোর জেলাধীন বনপাড়া পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৮টি থানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নিকার-এর ১১৫তম সভায় ৫টি জেলার নামের ইংরেজি বানান বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ; ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা এবং কুমিল্লা জেলার নবসৃষ্ট 'লালমাই' উপজেলার সদর দপ্তর স্থাপনের স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.২.২ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৪১০টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪০৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৮৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৮৪টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: 'স্বাধীনতা পুরস্কার', 'একুশে পদক', 'বেগম রোকেয়া পদক' এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ এবং ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দুটি সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৮' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন - স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম কাজী জাকির হাসান (মরণোত্তর); শহিদ বুদ্ধিজীবী এস.এম.এ রাশীদুল হাসান (মরণোত্তর); প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরী (মরণোত্তর); এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহ্‌মুদ, বীর উত্তম, এসিএসসি (অব.); মরহুম এম. আব্দুর রহিম (মরণোত্তর); প্রয়াত ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (মরণোত্তর); শহিদ লে. মোঃ আনোয়ারুল আজিম (মরণোত্তর); মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (মরণোত্তর); শহিদ আমানুল্লাহ্ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (মরণোত্তর); শহিদ মতিউর রহমান মল্লিক (মরণোত্তর); শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক (মরণোত্তর); জনাব আমজাদুল হক; চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডা. এ. কে. এমডি আহসান আলী; সমাজসেবা ক্ষেত্রে অধ্যাপক এ কে আজাদ খান; সাহিত্য ক্ষেত্রে সেলিনা হোসেন; খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ড. মোঃ আব্দুল মজিদ; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনাব আসাদুজ্জামান নূর; এবং কৃষি সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব শাইখ সিরাজ।

(খ) ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সাতটি ক্ষেত্রে ২১ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১৮' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে মরহুম আ.জা.ম. তকীয়ুল্লাহ (মরণোত্তর) এবং অধ্যাপক মির্জা মাজহারুল ইসলাম; শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে শেখ সাদী খান, জনাব সুজেয় শ্যাম, জনাব ইন্দ্র মোহন রাজবংশী, জনাব মোঃ খুরশীদ আলম, জনাব মতিউল হক খান; শিল্পকলা (নৃত্য) ক্ষেত্রে বেগম মীনু হক (মীনু বিল্লাহ); শিল্পকলা (অভিনয়) মরহুম হুমায়ুন কামরুল ইসলাম ওরফে হুমায়ূন ফরীদি (মরণোত্তর); শিল্পকলা (নাটক) ক্ষেত্রে জনাব নিখিল কুমার সেনগুপ্ত ওরফে নিখিল সেন; শিল্পকলা (চারুকলা) ক্ষেত্রে জনাব কালিদাস কর্মকার; শিল্পকলা (আলোকচিত্র) ক্ষেত্রে জনাব গোলাম মুস্তাফা; সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব রণেশ মৈত্র; গবেষণা ক্ষেত্রে মরহুমা ভাষাসৈনিক প্রফেসর জুলেখা হক (মরণোত্তর); অর্থনীতি ক্ষেত্রে ড. মইনুল ইসলাম; সমাজসেবা ক্ষেত্রে জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন; ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, জনাব সাইফুল ইসলাম খান ওরফে হায়াৎ সাইফ, জনাব সুব্রত বড়ুয়া, জনাব রবিউল হুসাইন এবং মরহুম খালেকদাদ চৌধুরী (মরণোত্তর)।

(গ) ০৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৩টি ক্ষেত্রে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব-কে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৭' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত নারী ব্যক্তিত্বগণ হচ্ছেন- নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে মিসেস সুরাইয়া রহমান, মাজেদা শওকত আলী ও মাসুদা ফারুক রত্না, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ ক্ষেত্রে শোভা রানী ত্রিপুরা এবং নারী অধিকার ক্ষেত্রে মাহফুজা খাতুন বেবী মওদুদ (মরণোত্তর)।

(ঘ) ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ০২টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩০ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলি ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬' প্রদান করা হয়।

৫.২.৫ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অথ বছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অথ বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থবছর / কমিটিসমূহ	২০১৫-১৬ বৈঠক সংখ্যা	২০১৬-১৭ বৈঠক সংখ্যা	২০১৭-১৮ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৩টি	৩১টি	৩৫
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৪টি	২৬টি	৩০
৩।জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৫টি	০৪টি	০৪
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৬টি	০৪টি	০২

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম

(ক) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন; নাটোর জেলাধীন বনপাড়া পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠন; রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৮টি থানা স্থাপন এবং জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২৭৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৪৬,৭৬১টি পদসৃজন; ৩,৭৪৫টি পদ বিলুপ্তি; ৪২টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং ৩টি খসড়া আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

(গ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ১১টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১১টি প্রস্তাবই সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) সচিব সভা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট দুইটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাটিতে মোট ৪৪টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৬৮টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট ১টি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৬৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৩তম সভায় টাঙ্গাইল জেলার নতুন সার্কিট হাউস (টাইপ-৩)স্থানিক নকশা অনুমোদন; রংপুর জেলা শহরে সরকারি কর্মকর্তাগণের নতুন অফিসার্স কোয়ার্টারস নির্মাণের জন্য স্থানিক নকশা অনুমোদন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুরাতন কোর্ট ভবন থেকে নুতন জজ কোর্ট ভবন

পর্যন্ত ওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থবরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৪তম সভায় জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ-এর নতুন বাসভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; বাগেরহাট কালেক্টরেট ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পরিবর্তিত স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা অনুমোদন; মানিকগঞ্জ জেলায় সরকারি অফিসসমূহের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৫তম সভায় রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের পুরাতন অফিস ভবন ভেঙ্গে আধুনিক অফিস ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; টাঙ্গাইল কালেক্টরেটের নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন এবং কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউস (টাইপ-৩) নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৬তম সভায় 'পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটা ডাকবাংলো নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; কক্সবাজার জেলার সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন লাবনী পয়েন্টে একটি নতুন সার্কিট হাউস ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; সিলেট বিভাগীয় সদরে অত্যাধুনিক সার্কিট হাউস নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; খুলনা বিভাগীয় সদরে অত্যাধুনিক সার্কিট হাউস নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; গোপালগঞ্জ জেলায় নতুন একটি ভিআইপি সার্কিট হাউস ব্লক নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; মাগুরা সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; মাদারীপুর সার্কিট হাউস চত্বরে লিফটসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত নতুন ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; এবং রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাল্টিপারপাস হল নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করা হয়। ০৩ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৭তম সভায় রংপুর বিভাগীয় কমিশনার অফিস কমপ্লেক্সে বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো ও ডিআইজি'র বাংলোর স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; রংপুর বিভাগীয় সদরে অত্যাধুনিক সার্কিট হাউস নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; গোপালগঞ্জ জেলায় নতুন একটি ভিআইপি সার্কিট হাউস ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় একটি আন্তর্জাতিকমানের কনভেনশন সেন্টার নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; বাগেরহাট জেলায় সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণের ডিজিটাল সার্ভে নকশা অনুমোদন; কুষ্টিয়া জেলায় সার্কিট হাউস (টাইপ-৩) নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; মাদারীপুর সার্কিট হাউস চত্বরে লিফটসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত নতুন ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ জেলায় নতুন কালেক্টরেট ভবন নির্মাণের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; নড়াইল জেলার সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সার্কিট হাউস ভবন সম্প্রসারণের স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়।

(ঝ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৫-২৭ জুলাই ২০১৭ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৪৩০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৫০টি স্বল্পমেয়াদি, ১৩২টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৪৮টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি ১৫০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৪৫টি, মধ্যমেয়াদি ১৩২টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২১টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৪৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৩৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৩০টি (৯৩.৯৫ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মোট ৪৪৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/নিষ্পত্তির হার ছিল ৯৩.৯২ শতাংশ। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কেপিআই।

(ঞ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রথমবারের মতো শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন করা হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মধ্য হতে জনাব মো: মফিজুল ইসলাম, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের মধ্য হতে জনাব মো: নূর-উর-রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে জনাব মো: আব্দুল বারিক, যুগ্মসচিব এবং ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে জনাব মো: সাইদুর রহমান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জন্য পুরস্কার প্রদানের একটি স্পস্টীকরণ পত্র ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়।

(ট) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ৩টি পৃথক নীতিমালা জারি করা হয়। তাছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পাশাপাশি তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন

চুক্তিসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে এবং স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং জাতীয় কমিটির পর্যালোচনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ঠ) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি দপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক এবং সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)-কে ই-নথি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নের সকল তথ্য হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থায় সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামারদের জন্য ০৬টি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭-এ নাগরিক সেবা ক্যাটাগরিতে পুরষ্কার প্রদানের নিমিত্তে আইসিটির মাধ্যমে নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য একজন শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, একজন শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং একজন শ্রেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্বাচন করা হয়।

(ড) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি চালু করা হয়। বিপুল সংখ্যক অভিযোগের তথ্য সংরক্ষণ এবং জনসংক্ষুব্ধতার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য সনাতন পদ্ধতি যথেষ্ট না হওয়ায় প্রতিবেশী ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার ন্যায় বাংলাদেশেও অনলাইন জিআরএস প্রবর্তনের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়, যা সরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ প্রতিকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষুব্ধ সেবা

প্রত্যাশীগণ তাদের অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে দাখিল করতে পারেন। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৫ জারি করে তা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা মাঠ পর্যায়ের অফিসে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যমান অনলাইন GRS Software-এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাইরে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হওয়ায় এবং Software-এর framework সময় উপযোগী না হওয়ায় অনলাইন GRS-এর দ্বিতীয় ভার্সন প্রস্তুত করে হোস্টিং করা হয়।

(ঢ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের তত্ত্বাবধানে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তা সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নাগরিক সেবাসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত এ সিটিজেনস্ চার্টার সরকারি কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানের মানসিকতা নাগরিক সাধারণের নিকট সহজে দৃশ্যমান করা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

(ন) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি সেবা নাগরিকদের দোরগোড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত 'সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সহজিকৃত সেবা প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থামূহের সমন্বয়ে বাৎসরিক

উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি-বিষয়ক মোট ২৩টি পর্যালোচনা সভা করা হয়। সারাদেশে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে আরও অধিক সূচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর, জেলা এবং উপজেলার বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-১৯ এবং নির্দেশিকা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন করা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার চিফ ইনোভেশন অফিসারদের নিয়ে ০৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম:

'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh 2nd Phase'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাতে 'কালীগঞ্জ মডেল' উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মৃত্যুর কারণ (Cause of death) নির্ণয়ে আন্তর্জাতিক মানের Verbal Autopsy (VA) এবং Medical Certification of Cause of Death (MCCoD) পদ্ধতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা হয়। 'National Social Security Strategy (NSSS)' বাস্তবায়ন করা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধান করা হয়। 'Support to the Central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। 'Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programs (PNSSSP)'-শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'EU Sector Budget Support to National Social Security Strategy reforms in Bangladesh'-এর আওতায় প্রস্তাবিত বাজেট সহায়তা সংক্রান্ত European Union এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।

৬.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৬.১ আইন

'আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্তণালয় কমিটি' কর্তৃক নিম্নোক্ত ০৮টি আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সভা	সুপারিশের তারিখ/মন্তব্য
০১	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৪টি	২৩/১০/১৭
০২	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩টি	২৩/১০/১৭
০৩	মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৭	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০২টি	০৭/১২/১৭
০৪	সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, (২০০৬), ২০১৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	০২ টি	২২/০১/১৮
০৫	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৭	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০২ টি	১৩/০৩/১৮
০৬	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২ টি	১৪/০৩/১৮
07	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৩টি	২২/০৪/১৮
08	বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০২ টি	২৩/০৪/১৮

৬.২ বিধি

(১) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাগমনের সময় বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশোধন করে ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়।

(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)-এর নাম পরিবর্তন করে 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' এবং ইংরেজিতে 'Ministry of Environment, Forest and Climate Change' নামকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০ জুন ২০১৮ তারিখে জারি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৭.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৭' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৭' পালিত হয়।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সালে ১৮ জন ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৮' প্রদান করা হয়।

(৩) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ৩২টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ০৭টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৪) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ০৯টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৩৯টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৬) ২০১৮ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়। পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮) ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহে পৃষ্টা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করতঃ বই আকারে বাঁধাই করে মোট নয় খন্ড রেকর্ড স্থায়ীভবে সংরক্ষণের জন্য আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়।

(৯) ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করান।

(১০) ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ অনুষ্ঠিত হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে শপথ পাঠ করান।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা ২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে শুরু হয়ে ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ২০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০১-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে, উপজেলা পর্যায়ে ১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে, জেলা এবং সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ২২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে, বিভাগীয় পর্যায়ে ০৮-১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে এবং জাতীয় পর্যায়ে ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে এ প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রতিযোগিতায় ৬৪টি জেলার ৬৩,৯০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭,৫১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩,৮৭০টি কলেজ ও ৭,১৫৩টি মাদ্রাসার মোট ৬২,৫২,৩৫৩জন ছাত্র ও ৬৩,৭০,২৯৫জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ১,২৬,২২,৬৪৮জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী মোট ১১টি দলের (প্রতিটি দলে ১০ জন করে) সর্বমোট ১১০ জন প্রতিযোগিকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ১১টি বিজয়ী দলের ১১ জন দলনেতাকে ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন এবং বিজয়ী দলসমূহের অবশিষ্ট সদস্যবৃন্দকে পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পুরস্কার প্রদান করে।

(১২) ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু কিশোর সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ২০০জন শিক্ষার্থী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকলে সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। একইসঙ্গে একযোগে সারাদেশে এবং বিদেশে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, সাবেক জাতীয় সংসদ-সদস্য, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসহাক মিঞা ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব মোঃ ইসহাক মিঞার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অবিস্মরণীয় অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ ও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৭ জুলাই ২০১৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৪) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী এবং মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদ ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৫) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে নিউইয়র্কভিত্তিক অটিস্টিক শিশুদের জন্য সিমা কলাইনু স্কুল অ্যান্ড সেন্টার ফর চিলড্রেন এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আই কেয়ার ফর অটিজম' কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৬) ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও বোমা হামলার বিরুদ্ধে আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২২জন নেতা-কর্মী নিহত হন এবং পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা-কর্মী আহত হন। এই ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এবং এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৭) বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৮) প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ জনাব শামসুল আলম মোল্লা ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কৃতী ফুটবলার জনাব শামসুল আলম মোল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৯) প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ-সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। খান টিপু সুলতান আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর-৫ মণিরামপুর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পঞ্চম, সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২০) কণ্ঠশিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আবদুল জব্বারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২১) সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি মানবিক অবদান ও তা নিরসনে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। খ্যাতিমান কলামিস্ট অ্যালান জ্যাকব ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে 'শেখ হাসিনা জানেন সহমর্মিতার নৈপুণ্য' শীর্ষক লেখাটি উক্ত পত্রিকায় পোস্ট করেন। এই নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে লাখ লাখ রোহিঙ্গার জীবন রক্ষায় সীমান্ত খুলে দিয়ে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিত বিপন্ন মানুষের প্রতি শেখ হাসিনা যে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সে প্রেক্ষাপটে, তাঁর চেয়ে বড় কোন মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র বর্তমান বৈশ্বিক পরিমন্ডলে দৃশ্যমান নয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী আবেগঘন বিষাদময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, একাত্মবোধ ও উদারতায় একান্ত সান্নিধ্যে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রীর এই পরিদর্শনের ওপর ধারণকৃত সংবাদ-ভিডিও লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক প্রচারিত হয়। চ্যানেল ফোর-এর এশিয়ান করেসপন্ডেন্ট মি. জনাথান মিলার তাঁর প্রতিবেদনে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ, মানবিকতা, মহানুভবতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার জন্য তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় অভিহিত করেন। সুইডিশ ব্যবসায়ী এবং কূটনীতিক Mr. Raoul Gustaf Wallenberg হাঙ্গেরিতে সুইডিশ কনসাল জেনারেল পদে কর্মরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ হাঙ্গেরীয়কে ভিসা প্রদানের মাধ্যমে সুইডেন গমনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনরক্ষার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তার সঙ্গে জাতিগত নিধনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনরক্ষায় তৎকর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের তুলনা করেছে ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা The Asian Age। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে মানবিকতা ও জনহিতৈষিতার যে বিরল উদাহরণ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন-চিন্তা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যও তাঁকে মনোনীত করা হচ্ছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এই ধারাবাহিকতায় খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' এবং লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় ভূষিতকরণ এবং ভারতভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা Asian Age-এ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg-এর সঙ্গে তাঁর তুলনীয় হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২২) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক ০১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে 'The World's Most Powerful Women in 2017' শীর্ষক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান ৩০তম। উল্লেখ্য, উক্ত সাময়িকীর ২০১৬ সালের তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিল ৩৬তম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী 'ফরচুন' কর্তৃক ২০১৬ সালে প্রকাশিত World's Greatest Leaders-শীর্ষক বিশ্বের পঞ্চাশ জন প্রভাবশালী নেতার তালিকায়ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশম স্থানভুক্ত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা ও স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে ক্রমাগত সুসংহত করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথিতযশা সাময়িকী 'ফোর্বস' কর্তৃক 'The World's Most Powerful Women in 2017' শীর্ষক তালিকায় স্বীয় অবস্থান উন্নত করার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৩) ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউনেসকো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইউনেসকো'র এ স্বীকৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। একইভাবে এই কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে সতত উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে এই অসাধারণ ভাষণ বাঙালি জাতি এবং সকল মুক্তিকামী মানুষকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হিসাবে শক্তি যোগাবে। এ স্বীকৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিন্দন প্রস্তাব ০৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৪) ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেসকো-এর নির্বাহী বোর্ডের নির্বাচনে বাংলাদেশ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনে ভোটদানের জন্য যোগ্য মোট ১৮৪টি দেশের মধ্য হতে ১৪৪টি দেশের সমর্থন পেয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ জয়লাভ করে। ইউনেসকো-এর নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিন্দন প্রস্তাব ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৫) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধানগণের তালিকা প্রকাশ করা হয়। গবেষণালব্ধ তালিকায় ১৭৩ জন রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধানের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় স্থানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অপরদিকে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অপর এক গবেষণায় বিশ্বসেরা পাঁচজন কর্মঠ এবং পরিশ্রমী রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধানের তালিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় বিশ্বের সৎ রাষ্ট্র ও সরকার-প্রধানগণের তালিকায় তৃতীয় এবং কর্মঠ ও পরিশ্রমী রাষ্ট্র ও সরকার-

প্রধানগণের তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিন্দন প্রস্তাব ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন। ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকারের কাছ থেকে তিনি এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন। এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৯ নভেম্বর ২০১৭ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৭) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জননন্দিত মেয়র, খ্যাতিমান টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব, সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতা জনাব আনিসুল হক ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব আনিসুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৮) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বীর মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩০) দশম জাতীয় সংসদের গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ-সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোলাম মোস্তফা আহমেদ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব গোলাম মোস্তফা আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩১) প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক-সংসদ সদস্য, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু ৬৬ বছর বয়সে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩২) সিঙ্গাপুরভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'দ্য স্ট্যাটিস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল' কর্তৃক সম্প্রতি এক জরিপে দক্ষ নেতৃত্ব, রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলি, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নসহ ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। 'দ্য স্ট্যাস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল' কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৩) স্বনামধন্য ভাস্কর ও মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৪) ১২ মার্চ ২০১৮ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নেপালের কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস বাংলার বিএস-২১১ ফ্লাইটটি ৭১ জন আরোহীকে নিয়ে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এ দুর্ঘটনায় ২৬ জন বাংলাদেশিসহ মোট ৫১ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হন। এ মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানিয়ে এবং

আহত ব্যক্তিগণ যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন সে প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৫) ০১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত চার জাতি জকি গার্লস ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ কাপে স্বাগতিক হংকং-কে ৬-০ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৬) ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট ড. নরেশ আগরওয়াল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে মানবতার কল্যাণে বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'মেডেল অব ডিসটিংকশন' সম্মাননা প্রদান করেন। লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মেডেল অব ডিসটিংকশন' সম্মাননায় ভূষিত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ২৪ এপ্রিল ২০১৮ মঙ্গলবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৮) ২৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' কর্তৃক বাংলাদেশ এবং সমগ্র এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী-শিক্ষা এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন এবং 'টাইম ম্যাগাজিন' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ সালের বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৭ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১০ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৯) বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সাংবাদিক জনাব বেলাল চৌধুরী ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। জনাব

বেলাল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৭ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪০) ১১ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত রাত ২.১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাশূন্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। বিশ্বে বাংলাদেশ ৫৭তম দেশ হিসাবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের ক্লাবে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ঐতিহাসিক 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে উৎক্ষেপণ এবং স্যাটেলাইট-ক্ষমতাধর ৫৭তম দেশ হিসাবে গৌরব অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-কে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৪ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৭ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪১) বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ভাষাসৈনিক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ০৯ মে ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৪ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৭ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪২) দশম জাতীয় সংসদের কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের সংসদ-সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব এ, কে, এম মাইদুল ইসলাম ১১ মে ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। জনাব এ, কে, এম মাইদুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৪ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৭ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৩) গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নীতকরণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্মৃতিধন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ২৬ মে ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার (ডি-লিট)' ডিগ্রি প্রদান করে। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৮ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৩০ মে ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৪) ১০ জুন ২০১৮ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত নারীদের সপ্তম এশিয়া কাপ টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটের ফাইনালে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল প্রথমবারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের এই বিজয়ে সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৫ জুন ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৭ জুন ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৫) ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর সভাপতিত্বে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে মিনিস্টার/কাউন্সেলর/প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব/অন্যান্য পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে মতবিনিময় সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৬) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনের বিভিন্ন উইং-এ বিদ্যমান সমস্যাবালি সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১০ জুন ২০১৮ তারিখে উক্ত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৭) ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর সভাপতিত্বে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৮) ১৪ মে ২০১৮ তারিখ এবং ১১ জুন ২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পদ সৃষ্টি, বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির ২০১৮ সালের প্রথম সভা এবং দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৯) ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)-এর সভাপতিত্বে জানুয়ারি-জুন ২০১৭ সালে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫০) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা মুদ্রণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়।

(৫১) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইট (socialprotection.gov.bd)-এর ডোমেন উদ্বোধন করা হয়।

(৫২) Social Security Policy Support (SSPS) Program-এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

(৫৩) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার জন্য কক্সবাজারে রিট্রিট আয়োজন করা হয়।

(৫৪) ‘Support to the Central Management Committee’s (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS’-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়।

(৫৫) সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সমন্বিতকরণ বিষয়ে পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৬) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনার ওপর কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(৫৭) সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট পুষ্টি মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক পরামর্শ সভা আয়োজন এবং এ বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের সঙ্গে কারিগরি সহায়তা প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়।

(৫৮) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) সংক্রান্ত জেন্ডার পলিসির খসড়া প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৫৯) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা কমিটি পুনর্গঠন এবং বিভাগীয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের খসড়া প্রস্তুত এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৬০) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়।

(৬১) ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে তিন দিনব্যাপী 'International Conference on CRVS, 2018' আয়োজন করা হয়। ।

(৬২) সিআরভিএস বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৬৩) 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase 2' প্রকল্পের আওতায় Medical Certification of Cause of Death (MCCOD),Verbal Autopsy(VA), Startup Mortality List সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ।

(৬৪) Open CRVS চালুকরণের নিমিত্ত একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৬৫) বিভিন্ন আইনে সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অসংগতি দূরকরণের নিমিত্ত লিগ্যাল রিভিউ কমিটির একাধিক সভা আয়োজন করা হয়।

(৬৬) সিআরভিএস বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে সিআর ডাটা ইন্টারঅপারেবল করার জন্য সিআরভিএস টেকনিক্যাল কমিটির একাধিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(৬৭) এলডিসি হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত ধারণাপত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৬৮) এলডিসি হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে তা উদযাপনের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়।

(৬৯) ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (IPOA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।

(৭০) ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (IPOA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০১ জানুয়ারি ২০০৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সময়কালের প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক কার্যধারা সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৭২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাকে নিয়ে চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৭৩) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন সম্মেলনে স্মরণিকা প্রকাশের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭৪) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৭৫) The Asian Pacific Ministerial Declaration (APMD) on population and Development সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম বিষয়ে প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭৬) RETA 8254: Enhancing Economic Analysis and South-South Learning Southwest Bangladesh Economic Corridor Development Plan; Final Report বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্য/উপাত্ত (Input) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

(৭৯) গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮০) সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮১) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প বিষয়ক নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়।

(৮৩) 'State Owned Leased out Water Bodies Effectiveness of Lease and its Social Impact'-শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে 'উত্তম চর্চা' বিষয়ক প্রতিবেদন আহ্বান করা হয়।

(৮৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং Management and Resources Development Initiatives (MRDI)-এর সহায়তায় দেশের তিনটি (বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ) বিভাগে আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৬) ২২ মে ২০১৮ তারিখে (ক) তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কি গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) পুনর্গঠন; (খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি পুনর্গঠন; (গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি পুনর্গঠন; এবং (ঘ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন এবং কমিটিসমূহের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন/গেজেট জারি করা হয়।

(৮৭) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার এর সভাপতিত্বে Right To Information ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৮) RTI বিষয়ে তিনটি জেলায় (কুড়িগ্রাম, পাবনা ও ফরিদপুর) জেলাপ্রশাসক ও জেলা উপদেষ্টা কমিটির সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৮৯) ০৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

(৯০) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়-কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

(৯১) বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ মাঠপর্যায় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাসহ মোট ১,৮৯৫জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯২) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ১০৫জন কর্মকর্তাকে Automated Pilot Aptitude Measurment System সফট্ওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯৩) এপিএএমএস সফট্ওয়্যারটি দপ্তর/সংস্থা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৯৪) এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সমন্বয়ে একটি দশ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়।

(৯৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং এ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় সভা ৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৯৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৯৭) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮টি বিভাগে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

(৯৮) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'-এর বিধান অনুসারে সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম (৩৫৪৫), সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৭-১৮ প্রদান করা হয়।

(৯৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক ফরম্যাটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(১০০) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন সংক্রান্ত ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১০১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ২৫৭টি অধিদপ্তর/সংস্থা, ৭৪টি বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস, ৯৯৯টি জেলা পর্যায়ের অফিস ও ১,৪৭৩টি উপজেলা পর্যায়ের অফিসসহ মোট ২,৯৭৪টি সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

(১০২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ০৭টি ব্যাচে ৫৮ জন কর্মকর্তাসহ ৮৮ জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে 'ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা'-শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১০৩) জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য ২৩-২৪ মে এবং ৩০-৩১ মে মেয়াদে ০২টি ব্যাচে 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন'-বিষয়ক ০২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১০৪) পণ্য, খাবার, পর্যটক আকর্ষণ কিংবা সাংস্কৃতিক বা লোকজ ঐতিহ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। প্রতিটি জেলার এই স্বাতন্ত্র্য কিংবা বৈচিত্র্যসমূহকে চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তার সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব। এরই আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এ বিভাগ হতে জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করা হয়।

(১০৫) রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথা ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি এবং এ বিষয়ে সরকারি দপ্তরসমূহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ই-গভর্নেন্স আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১০৬) ১৪ জুন ২০১৮ তারিখে ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা (ওজিডি) ফোকাল পার্সন নিয়োগ ও ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা (ওজিডি) প্ল্যাটফর্মে (www.data.gov.bd) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়মিত উপাত্ত আপলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৭) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতি বিষয়ক ০৩টি পর্যালোচনা সভা করা হয়।

(১০৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE)'-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরকারি Policy প্রণয়নে Research Evidence ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি করা। এ প্রকল্পের আওতায় তিনটি পাইলট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/বিভাগ (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) হতে সর্বমোট ৩৬৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ Evidence-Informed policy Making (EIPM)ভিত্তিক Policy প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের Policy প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে EIPMভিত্তিক মডিউল চালু করা হয়।

(১০৯) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৩৫টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ০৮টি বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় এবং ৯৩টি নথিজাত করা হয়। অবশিষ্ট ৩৪টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(১১০) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পুঞ্জীভূত মোট মামলার সংখ্যা ৫৮২টি। এর মধ্যে ১৩৩টি মামলায় চার্জশিট এবং ৮৩টি মামলায় অব্যাহতি দেওয়া হয়। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৬৬টি।

(১১১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৮,০৩১টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে ৭৬,২৭০টি মামলা দায়ের এবং ৩৮,৫৪,৭২,১৪৪ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় ১০৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

(১১২) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১১৩) বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, শেরপুর জেলা শাখার অনুকূলে একটি কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, শেরপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৪) বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা প্রশাসক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৫) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার খাসজমি বন্দোবস্তের বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার-কে অনুরোধ করা হয়।

(১১৬) পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'জেলা প্রশাসকের কার্যালয়' শীর্ষক নামফলক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৭) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় একটি কারিগরি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দের জন্য যথাক্রমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৮) সড়ক ও মহাসড়কের দু'পাশে বনজ বৃক্ষের পাশাপাশি ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ এবং সামাজিক বনায়ন চুক্তির মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৯) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের বিষয়ে পার্বZ¨ চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২০) ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের অকেজো থেরাপি যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং প্রতিবন্ধী পার্ক স্থাপনের বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২১) জনপ্রশাসন পদক, ২০১৭-এর মনোনয়ন আহবানের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২২) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতা-বহির্ভূত এলাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের নক্শা অনুমোদন এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কমিটির কর্তৃত্ব নির্ধারণের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৩) বঙ্গমাতা T20 জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতার বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৪) পিরোজপুর জেলায় মুক্ত/প্রাকৃতিক জলাশয়গুলিতে হাঁস পালনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও পুষ্টির চহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৫) সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মইটা টিল্লায় বিধি-বহির্ভূতভাবে পাথর উত্তোলনকালে শ্রমিক হতাহতের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৬) 'হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন ও পরামর্শকগণের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নীতিনির্ধারণী সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০-শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি প্রদান করা হয়।

(১২৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮-তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ এবং প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ২০১৭ উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৮) চট্টগ্রাম মহানগর এলাকাধীন নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি ও খুলশী আবাসিক এলাকার গেজেটভুক্ত ৪৩টি পরিত্যক্ত বাড়ি বেহাত হওয়া থেকে রক্ষার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৯) হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার ইমাম-বাওয়ানী চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ না করায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়ে বানিজ্য এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩০) বিধি-বহির্ভূত পন্থায় বা পাইরেসি করে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্যাটেলাইট টেলিভিশন পে-চ্যানেলসমূহের গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ/প্রদর্শন বন্ধকরণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩১) কক্সবাজারের হিলটপ সার্কিট হাউজের বিশেষ সংস্কার ও নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩২) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৪) ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্যগণের মধ্য থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৫) রাজস্ব আহরণ এবং কর সংস্কৃতি বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৬) WSIS আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জনের লক্ষ্যে ভোট প্রদানের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৭) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের উৎপাদিত ও আমদানিতব্য রাসায়নিক সারের বস্তার মোড়কে পাটের বস্তা ব্যবহারের বাধ্যবাধ্যকতা প্রমার্জনের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৮) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সাজেক ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও আর্থিক সংকটের বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩৯) ইউনিসেফের সহায়তাপুষ্ট Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBC) কর্মসূচির প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০১৭-২০) প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৪০) হাওর অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হাওর ভাতা চালুকরণ সংক্রান্ত পত্র অর্থ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৪১) মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্‌স চার্টার)-এর নতুন ফরমেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্র সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৪২) খাগড়াছড়ি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত পত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৪৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগকালীন ভাতা এবং উৎসব ভাতা প্রদান সংক্রান্ত পত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৪৪) সরকারি/আধা-সরকারি/বেসরকারি ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের প্রবেশগম্যতা ও উপযোগী টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা করা হয়।

(১৪৫) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত সরকারি চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রদান বিষয়ক স্মারকলিপি অর্থ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৪৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৪৭) '২০২১ সালে ভিক্ষা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ'-শীর্ষক কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে আগামী ৭ মার্চ ২০১৮ উদ্‌যাপনের জন্য কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা করা হয়।

(১৪৮) 'শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা' আয়োজনের প্রাথমিক ঘোষণা সংক্রান্ত পত্র সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৪৯) নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণের বিষয়টি উদ্‌যাপনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক বরাবর উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫০) 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় মাঠ সহকারী পদে নিয়োগের জন্য সকল জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫১) কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সদর ইউনিয়নের বটতলী বাজার থেকে উত্তর মহেষখালীয়া পাড়া জামে মসজিদ ও রহমানিয়া মাদ্রাসা হয়ে জমিদারবাড়ি দিয়ে মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫২) 'মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারিভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত সমন্বিত নীতিমালা' অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৩) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সংশোধনে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৪) কক্সবাজার জেলায় যাচাই-বাছাইকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট প্রকাশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাখিলকৃত স্মারকলিপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৫) টাউন সার্ভিস বাসে সকল যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরামদায়ক ভ্রমণের লক্ষ্যে দু'টি দরজার ব্যবস্থা করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৬) রেলযাত্রীদের স্বস্তিদায়ক ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ভ্রমণের জন্য স্টেশনের প্লাটফর্ম/ট্রেনে উঠা-নামার স্থানের উচ্চতা ট্রেনের মেঝের পর্যায় (Floor Level)-এ উন্নীতকরণে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৭) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর ও বগুড়া জেলার ইংরেজি বানান সংশোধনের বিষয়ে সকল কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৮) বাংলাদেশ সাধারন ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ কর্তৃক কোটা সংস্কার কমিটির উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান ও আন্দোলনেকারীদের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক এবং আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণায় জননিরাপত্তা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৫৯) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রমাপ অনুয়ায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন, দর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত KPI-এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

(১৬০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক জেলা/উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ৩২জন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদনের মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রদান করা হয়।

(১৬১) জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদের শূণ্যঘোষিত আসনে উপনির্বাচন, চা-শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রদান করা হয়।

(১৬২) বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণের বিভিন্ন জেলা সফরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রদান করা হয়।

(১৬৩) জেলায় স্ট্যাম্প ভেন্ডার রেজিস্টারের চাহিদা পূরণের জন্য জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে মোট ১০টি জেলায় স্ট্যাম্প ভেন্ডার রেজিস্টার সরবরাহ করা হয়।

(১৬৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং প্রথম কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদনপূর্বক ১৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৬৫) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির প্রথম-তৃতীয় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৬৬) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MBF); ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন); ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুই অর্থবছরের প্রক্ষেপণ অনুমোদিত হয়। অতঃপর ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সভার কার্যবিবরণীসহ অর্থ বিভাগ এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৬৭) কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non NBR Tax Revenue) আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৬৮) 'মঞ্জুরি বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন)'-শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুত করে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৬৯) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে) এবং ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা সম্বলিত প্রতিবেদন ০৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৭০) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, এগুলির অগ্রগতি এবং আগামীর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় হালনাগাদ তথ্য ১১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৭১) বাজেট পরিপত্র-২-এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১৪৬.২২ কোটি টাকার প্রাক্কলন এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ১৫৬.৪৬ কোটি ও ১৬৭.৪১ কোটি টাকার প্রক্ষেপণ চূড়ান্ত অনুমোদনপূর্বক ১৭ মে ২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(১৭২) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ০২টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

(১৭৩) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবর প্রেরিত আনুমানিক ৫,৩৫,০০০টি চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা কর্তৃক গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(১৭৪) প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৭০টি মামলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে 'মোকাবিলা বিবাদী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে রুলনিশি/আরজি/রায়ের কপিসমূহ প্রেরণ করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে এ বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত ৬৭জন কর্মকর্তাকে মোট ১৫ দিনব্যাপী, দশম গ্রেডভুক্ত ৫৯জন কর্মকর্তাকে ০৮ দিনব্যাপী, এগার থেকে ষোল গ্রেডভুক্ত ৪৫ জন কর্মচারীকে মোট ০৮ দিনব্যাপী এবং সতের থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৫৮ জন কর্মচারীকে ০৮ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের ২৬ কর্মকর্তাকে 'Good Governance in Public Administration'-শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কানাডা, কেনিয়া, চীন ও হংকং-এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দশম গ্রেডভুক্ত ৪১ জন কর্মকর্তাকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজারে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(৩) প্রতিবেদনাধীন সময়ে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৫৮টি পেপার ক্লিপিং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৪) ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৩ খন্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাইয়ের জন্য বিজি প্রেসে প্রেরণ করা হয়।

(৫) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৮ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ০৩ জন কর্মকর্তা ও ২৬ জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ করা হয়।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়।

———— ○ ————

পরিশিষ্ট-০১

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম পরিচিতি নম্বর-১০৯৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম পরিচিতি নম্বর-৩৩৯৪	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত পরিচিতি নম্বর-৩৬৬৩	অতিরিক্ত সচিব	০২-০১-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ সুলতান আহ্‌মদ পরিচিতি নম্বর-৪৫০৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩.	জনাব মো: মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারী পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ০৪-০৯-২০১৭ পর্যন্ত
৪.	এ কে মহিউদ্দিন আহমদ পরিচিতি নম্বর-৪৫১৩	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২৪-১২-২০১৭ পর্যন্ত
৬.	জনাব এম. বজলুল করিম চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৪৮২৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২৬-০৮-২০১৭ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৭.	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম পরিচিতি নম্বর-৪৬১৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১০-১২-২০১৭ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫২৩০	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২৩-১০-২০১৭ পর্যন্ত
১০.	জনাব ফারুক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-৫২৮৯	অতিরিক্ত সচিব	১৩-১২-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১১.	বেগম সাহান আরা বানু, এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৪১৩৪	অতিরিক্ত সচিব	১১-১২-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৫৪৬৪	অতিরিক্ত সচিব	১১-১২-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

যুগ্মসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	বেগম সাহান আরা বানু পরিচিতি নম্বর-৪১৩৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১০-১২-২০১৭ পর্যন্ত
২.	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৫৪৬৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১০-১২-২০১৭ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৫.	ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল পরিচিতি নম্বর-৫৬৫১	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭০৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৭.	জনাব হাবিবুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৮২৬	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ০৭-১২-২০১৭ পর্যন্ত
৮.	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৯৯৩	যুগ্মসচিব	১৮-০৩-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬০৪৫	যুগ্মসচিব	১৮-০৩-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১০.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬০৯২	যুগ্মসচিব	২১-১২-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

উপসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬০৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২০-১২-২০১৭ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা পরিচিতি নম্বর-৬৪৯২	উপসচিব	১০-০৫-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ হাসান মারুফ পরিচিতি নম্বর-৬৫২৩	উপসচিব	০১-০৮-২০১৭ থেকে ০৫-১০-২০১৭ পর্যন্ত
৫.	বেগম আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৭.	মিজ্ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৮.	জনাব মঈনউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৬৪৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ০৮-০৩-২০১৮ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১০.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ পরিচিতি-৬৭১৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১২.	মোঃ রেজাউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১৩.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৪.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫০৫২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৮.	ড. ফারুক আহাম্মদ পরিচিতি নম্বর-১৫০৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২০.	ড. আশরাফুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫২০৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২১.	মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-১৫২৬৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২২.	মো: সাজ্জাদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৩.	রুবাইয়াত-ই-আশিক পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৪.	জনাব এইচ, এম, নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৮	(উপসচিব) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৫.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৬.	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪২৫	উপসচিব	২৭-০৬-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৭.	মিজ গুলশান আরা পরিচিতি নম্বর-১৫৪৬৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৭-০৫-২০১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
২৮.	জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৪		০৩-০৪-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৯.	মুহাম্মদ লুৎফর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩০.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩১.	খন্দকার সাদিয়া আরাফিন পরিচিতি নম্বর-১৫৫৫৭	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩২.	জনাব মোঃ শাহগীর আলম পরিচিতি নম্বর-১৫৫৬৫	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৩.	জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৪.	খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৫৮১	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৫.	জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫৬৬৪	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৬.	মিজ মাহফুজা বেগম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৮	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৭.	চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৩৮	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৮.	খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬১	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৩৯.	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম পরিচিত নম্বর-১৫৭৬৪	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
২.	খন্দকার সাদিয়া আরাফিন পরিচিতি নম্বর-১৫৫৫৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ শাহগীর আলম পরিচিতি নম্বর-১৫৫৬৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৫.	খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৫৮১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৬.	জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫৬৬৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৭.	মিজ্ মাহফুজা বেগম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৮.	চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৩৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯-১১-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
৯.	জনাব খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
১০.	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৭৭৬৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৬-১০-২০১৭ থেকে ১৯-০২-২০১৮ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১২.	মোছাঃ শিরিন সবনম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৯০	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩-০৮-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৩.	ড. উর্মি বিনতে সালাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৩৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯-০৪-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ পরিচিতি নম্বর-১৬০৫২	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৫.	জনাব তৌহিদ ইলাহী পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৩-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১৭.	জনাব মোঃ কায়ছারুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৮০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৬-০৫-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৮.	বেগম রওশন আরা লাবনী পরিচিতি নম্বর-১৬২৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৯-১১-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
১৯.	গাজী তারিক সালমান পরিচিতি নম্বর-১৬৪৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৬-০৮-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২০.	জনাব আর.এইচ.এম. আলাওল কবির পরিচিতি নম্বর-১৬৫৫৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৭-০১-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২১.	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৭-১২-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২২.	বেগম মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৬০৯	সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১১২৭৫	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৫.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২৩-১১-২০১৭ পর্যন্ত
২৬.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	প্রোগ্রামার	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৭	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৮	জনাব রফিকুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০২-০৯-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
২৯	জনাব মোঃ নওয়াব হোসেন	গোপনীয় কর্মকর্তা	০১-০৭-২০১৭ থেকে ২৯-১১-২০১৭ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/ শতকরা) ২০১৭-১৮	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮		মন্তব্য
			সংখ্যা	শতকরা	
১.	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-২৯৫ বাস্তবায়িত-২২৬	৭৭%	সন্তোষজনক
২.	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-৫৩ বাস্তবায়িত-৫৩	১০০%	সন্তোষজনক
৩.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠপর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়ন	(৩৬) ১০০%	৫২	১৪৪%	সন্তোষজনক
৪.	জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক পরিদর্শন প্রমাপ অর্জন	(৯,২১৬) ১০০%	১০,২৯৯	১১২%	সন্তোষজনক
৫.	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	(১৫০) ১০০%	১৪৫	৯৭%	সন্তোষজনক
৬.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বাৎসরিক প্রমাপ বাস্তবায়ন	৩৬,৩৬০ ১০০%	৩৪,৮৪৪	৯৭%	সন্তোষজনক
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের হার (মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্জিত নম্বরের গড়)	৮৮%	-	৮৬.৭৩%	মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রাজস্ব বাজেটের অধীনে একটি কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাজস্ব বাজেটের অধীনে কর্মসূচিটি হল: ১. 'Capacity Development of Field Administration'; এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে প্রকল্প চারটি হল ১. Social Security Policy Support (SSPS) Program; ২. Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh; ৩. Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh; ৪. Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration;

প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of Field Administration.

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Capacity Development of Field Administration'-শীর্ষক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে সরকারি কাজের মান এবং গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন।

২.২. জনপ্রশাসন সংস্কার এবং সুশাসন বিষয়ে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩. মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত (৫৪ মাস)।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Training

৪.২. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৬২৭.৬৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)

৫.১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১৫০.৭৬ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১৫০.৭৬	১৫০.৭৬	-	১৩৭.০৭	১৩৭.০৭	-

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:
সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ	০২টি
খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)	০১টি
গ. লেজার প্রিন্টার	০১টি
ঘ. স্ক্যানার	০১টি
ঙ. অফিস সরঞ্জামাদি	১০টি
চ. হার্ড ড্রাইভ	০৪টি
ছ. ফ্যাক্স মেশিন	০১টি
জ. ফটোকপি মেশিন	০১টি

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ প্রকল্পে বৈদেশিক কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৭২ %।

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Social Security Policy Support (SSPS) Programme

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা (policy support) প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (Central Management Committee-CMC) সার্বিক সহযোগিতা প্রদানপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের দক্ষ ও

কার্যকর বাস্তবায়নের সহায়তা করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। ইউএনডিপি এবংডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এনআইএলজি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উত্তম চর্চা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা সফর ইত্যাদি এ প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. বাংলাদেশে একটি আধুনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি;

২.২. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সুশাসন দৃঢ়করণ;

২.৩. জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের পুনর্বিন্যাস, একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক এমআইএস প্রণয়ন, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, ই-পেমেন্ট পদ্ধতি সম্প্রসারণ এবং ফলাফলভিত্তিক আধুনিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুন ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত (৪৮ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Hardware and Soft Development

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৪,৫৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

৫.১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৮৯২.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৮৯২.০০	৮.০০	৮৮৪.০০	৭৮৬.০০	৮.০০	৭৭৮.০০

৬.০. **উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:**

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ	২০টি
খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)	২০টি
গ. লেজার প্রিন্টার	০৭টি
ঘ. স্ক্যানার	১০টি
ঙ. অফিসপত্র	২০টি

৭.০. **অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস:** ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত।

৮.০. **প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা:** কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৬৭%।

(গ) **প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh'**

১.০. **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে DFID-এর আর্থিক সহায়তায় 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়। প্রধান বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সহযোগী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হচ্ছে: ১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়; ৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: 'সরকারের নীতি প্রণয়নে বিভিন্ন তথ্য/ফলাফল (Research Evidence) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা'।

২.০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** সরকারের বিভিন্ন ধরণের নীতি প্রণয়নে Evidence Informed Policy Making বিষয়ে নীতি নির্ধারণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। তাছাড়া প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

২.১. Evidence-based নীতি প্রণয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি;

২.২. পাইলটকৃত তিনটি মন্ত্রণালয়ে Evidence-based নীতি ব্যবহারের সক্ষমতা তৈরি;

২.৩. Evidence-based নীতি প্রণয়নে সচেতনতা ও এর উপকারিতা বৃদ্ধি।

৩.০. **প্রকল্পের মেয়াদ:** নভেম্বর ২০১৫ হতে নভেম্বর ২০১৭ (২৪ মাস)

৪.০. **কম্পোনেন্টসমূহ:**

রাজস্ব:

৪.১. বেতন ও ভাতা
৪.২. সরবরাহ ও সেবা
৪.৩. প্রশিক্ষণ
৪.৪. ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন
৪.৫. পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১,৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৩০.০০	২.০০	৩২৮.০০	৩২৯.২৩	১.২৩	৩২৮.০০

৬.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: প্রকল্পটি DFID-এর অর্থায়নে পরিচালিত।

৭.০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা শতভাগ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: একটি একক আইডি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকদের জীবন প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) উদ্যোগের সূত্রপাত। বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Get everyone in the picture' বাস্তবায়নের নিমিত্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যাদি যেমন: জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (as it occurs) নিবন্ধিত করা (civil registry) এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল পরিসংখ্যান (vital statistics) তৈরি করার নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই হল CRVS। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জন্ম (birth), মৃত্যু (death), মৃত্যুর কারণ (cause of death), বিবাহ (marriage), তালাক (divorce) এবং দত্তক (adoption)-এ ছয়টি বিষয়কে CRVS-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (প্রধানত স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান

ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) পৃথক পৃথকভাবে বহু আগে থেকেই Civil Registration এবং Vital Statistics কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। কিন্তু এ সকল কার্যকমে দ্বৈততা, অসামঞ্জস্যতা এবং কখনো কখনো বৈপরীত্য দেখা যায়। এ জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা যায় এবং এর সঙ্গে মৃত্যুর কারণ সংযুক্ত করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা যায়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ব্যয় ১.০০ লক্ষ টাকা এবং নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies হতে প্রকল্প সাহায্য ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: 'বাংলাদেশে CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা'।

২.০. প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য:

ক. বাংলাদেশে CRVS ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী বাস্তবায়ন কাঠামো (Enterprise Architecture) গড়ে তোলা;

খ. গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ;

গ. পাইলটিং উপজেলা গাজীপুরে কালীগঞ্জে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্নকরণ;

ঘ. চারটি পাইলটিং হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক MCCoD (Medical Certification of Cause of Death) ফরম প্রচলন করা;

ঙ. উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ICD 10 কোডিং-এর আওতায় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য মৃত্যুর বাচনিক কারণ নির্ধারণ (Verbal Autopsy) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

চ. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গুণগত এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা।

৩.০. প্রকল্পের/কর্মসূচির মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ (২১ মাস)

৪.০. **কম্পোনেন্টসমূহ:**

রাজস্ব:

৪.১. বেতন ও ভাতা
৪.২. সরবরাহ ও সেবা
৪.৩. প্রশিক্ষণ (বিদেশে)
৪.৪. ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন
৪.৫. পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১৮০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১৮০.০০	-	১৮০.০০	১৪৪.২৪	-	১৪৪.২৪

৬.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: প্রকল্পটি নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান vital strategies-এর অর্থায়নে পরিচালিত।

৭.০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০ শতাংশ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।

(ঙ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সরকারি কার্যক্রম তথা আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং মাঠপ্রশাসনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য সর্ম্পূণ জিওবি অর্থায়নে (প্রকল্প ব্যয় ৩৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) 'Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোতি হয়।

২.০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সরকারি ইস্যু তথা-দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সিভিল সার্ভিস সংস্কার, পরিবেশগত পরিবর্তন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইত্যাদি এবং সমসাময়িক বিষয়সমূহের প্রতি গভীর জ্ঞান লাভ, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট/সংযুক্তি সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩.০. প্রকল্পের/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ (৪২ মাস)

৪.০. **কম্পোনেন্টসমূহ:**

রাজস্ব:

৪.১. বেতন ও ভাতা
৪.২. সরবরাহ ও সেবা
৪.৩. প্রশিক্ষণ
৪.৪. ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন
৪.৫. পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণটাই জিওবি অর্থায়ন।

৫.১. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২১৬.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২১৬.০০	২১৬.০০	-	২০৯.০০	২০৯.০০	-

৬.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত।

৭.০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭ শতাংশ (প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়) এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।

বাঃসঃমুঃ-২০১৮/১৯-৪৯২২ কম(সি-২)—২৫০ বই, ২০১৯।**********